হরিণাকুণ্ডুতে চাচার বিরুদ্ধে প্রবাসী ভাতিজার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পূর্বশত্রুতার জেরে প্রবাসী ভাতিজার ক্রয়কৃত জমির ১৬ টি মেহেগুনি গাছ, ৫ টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২ টি পেপে গাছসহ অন্যান্য ফসল নষ্ট করে দখল করার অভিযোগ উঠেছে চাচার বিরুদ্ধে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) এবিষয়ে থানায় অভিযোগ করেন প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ বিলকিস খাতুন। বিলকিস খাতুন লিখিত অভিযোগে জানান, আমার স্বামী মোঃ আব্দুল মান্নান, উপজেলার বৈঠাপাড়া, গ্রামের মোঃ মোতালেব হোসেনের ছেলে তিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া প্রবাসী।

মেয়ের লেখাপড়ার কারণে আমি বর্তমানে ঝিনাইদহে থাকি। এই সূযোগে গত ৩অক্টোবর সকালে আমার চাচা শ্বশুর মোঃ জালাল উদ্দিন (৬৩), মোঃ আনারুল ইসলাম পিতা-মৃত শমসের মন্ডল, আমার চাচাত দেবর মোঃ চয়ন হোসেন (২০), পিতা-আনারুল ইসলাম ও প্রতিবেশি মোঃ নজির মন্ডল
(৬০) পিতা-অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞাত ৩/৪ জন মিলে হরিণাকুণ্ডু থানাধীন ২৬ নং বৈঠাপাড়া মৌজায় সাবেক ৩১৫/হাল ৩২৩ দাগের ৬০ শতকের মধ্যে ১০ শতক সাবেক ৩১৪ দাগের ২ শতক সর্বমোট ১২ শতক ক্রয়কৃত এবং দখলকৃত জমিতে লাগানো ১৬টি মেহগনি গাছ, ৫টি কাঠাল গাছ, ৩টি আম গাছ, ২টি পেপে গাছ এবং শতাধিক কচুগাছ কেটে নিয়ে গেছে এবং আবাদী ফসল নষ্ঠ করে দিয়েছে যার ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ১লক্ষ ৫০হাজার। এই কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে তারা বাদিকে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। ফলে বাদি ৯৯৯ ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগীতায় থানায় গিয়ে অভিযোগ দাখিল করেন।

তিনি লিখিত আরও অভিযোগে আরও জানান বিবাদীগন আমাদের ক্রয় কৃত সম্পত্তি জোর করে দখল করে নিতে চাই। আমি এবং আমার পরিবারের লোকজন বাধা দিতে গেলে বিবাদীগন বিভিন্ন ধরনের খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। প্রভাবশালী কিছু ভাড়াটিয়া লোকজ ও বিবাদীরা উক্ত জমি জোর পূর্বক দখল করার পায়তারা করিতেছে। স্থানীয় ভাবে কয়েক বার সালিসি বৈঠাক হয় উক্ত বৈঠকে বিবাদীরা তাদের কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারে নাই। আমাদের জমিতে ভোগদখল করিতে গেলে রক্ত ক্ষয়ী সংঘর্ষের আশু সম্ভবনা থাকায় ভয়ে আমরা মুখ খুলতে সাহস পায়না। বিষয়টি সুষ্ঠ তদন্ত করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এবিষয়ে ২নং বিবাদী মোঃ আনারুল ইসলাম কাসেমের কাছে জানতে চাইলে তিনি ওখানে ছিলেন না বলে জানান এবং বলেন আমার বড় ভাই জালাল এবং তার ছেলেরা এই গাছ কেটেছে, ওদের সাথে জমি নিয়ে ঝামেলা আছে শুনেছি।

এবিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, আমি প্রবাসীর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগ পেয়েছি অভিযোগের বিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনীতে বিসিআইসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে বিক্রী ও ক্রেতাদের সাথে অসাদাচারণসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

‎ভুক্তভোগী কৃষকরা অভিযোগ করেন, বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার না দিয়ে স্থানীয় খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রী করে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন ।

‎‎তারা অভিযোগ করেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত আওয়ামীলীগ নেতা এনামুল হক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজ নামে এবং পরিবারের অন্য সদস্যের নামে বেনামে প্রায় কয়েকটি ডিলারের লাইসেন্স নিয়ে কৃত্তিম সার সংকট তৈরী করছেন। ‎সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তিনি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে ব্যবসায়িদের মাঝে বিক্রী করে আসছেন।

‎‎এবিষয়ে ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরু ইসলাম বলেন, আমার এলাকার কৃষকরা সার না পেয়ে আমাকে জানান। কৃষকদের অনুরোধে সবার সম্মুখে বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমার সাথে

খারাপ আচরণ করেন। এমনকি হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি কিসের নেতা, আপনি বিএনপি’র আমজাদ ভাই, জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আসাদুজ্জামান বাবলুকে জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তার লোক আছে বলেও দম্ভোক্তি দেখান।

‎‎গাংনী উপজেলা উপসহকারী একাধিক কৃষি কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক তার ইচ্ছামত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি সার বাইরে বিক্রয় করছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের দিচ্ছেনা, এমন ঘটনায় তাকে বলতে গেলে সে আমাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে আসছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এ কারণে মুখ খুলতে পারিনা।

‎‎এ ব্যাপারে ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি নুর ইসলামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, নুর ইসলাম অতিরিক্ত সার নেওয়ার জন্য আমাকে হুমকি দিয়েছে। সার ইউনিয়নের সাব ডিলাররা নিয়ে যায়। এছাড়া উপসহকারী কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিক্রী করা হয়। অতিরিক্ত দামে কোন সার বিক্রী করা হয় না।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড যুগিন্দা গ্রামের সাব ডিলার মফিজুল ইসলাম জানান, বিসিআইসি ডিলাররা আমাদের বরাদ্দকৃত সার সঠিক ভাবে না দিয়ে কম দেয়। কিছু সার দিলেও তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রী করতে হয়। এতে আমরাও সমস্যায় আছি। কৃষকদের চাহিদা পূরণ হয় না। ‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলার কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন জানান, বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে,অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও উপসহকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার বিক্রয় করার জন্য।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ

উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বজলুর রশিদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, আলমডাঙ্গা আসাননগর গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের পুত্র বজলুর রশিদ থানায় অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতার বৈধ সম্পত্তির উপর শতাধিক উর্দ্ধকাল যাবত তারা ৪ ভাই ও তিন বোন স্বত্ত্ব ভোগ দখল করে আসছে।

একক দখলভুক্ত জমির উপর বহু মূল্যবান মেহগনি গাছ, কাঠাল গাছ রোপন করিয়া তথায় বাগান তৈরী করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে ও ফলাদি গ্রহনে-ভক্ষণে অভিযুক্তগণও সর্বসাধারনের জ্ঞাতসারে আমরা ভোগ দখলে করে আসছি। গত ২০ই জুন সকাল ১০.০০ টার সময় তপশীল বর্ণিত বাগানের জমি জবর দখলের উদ্যেশ্যে বেআইনী শক্তির মহড়া দেখিয়ে রামদা, কোদাল, কোড়াল, গাসুয়া ও লাঠিশোটা ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনধিকার প্রবেশ করিলে আমি আমার নিজস্ব লোকজনসহ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। অবৈধ দখলদাররা হলেন, একই গ্রামের অহিদুল মন্ডলের ছেলে নাজিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, এনামুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, চাঁদ আলী ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে জায়েদুল ইসলাম, সৌরত ইসলাম, এবং নাজিবুল ইসলামের ছেলে নান্নু।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে ৪৯৮/২০২৫ নং মামলা রুজু করেছে। আদালত তপশীল বর্ণিত জমিতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলমডাঙ্গার উপর দখলী প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সাময়িকভাবে অভিযুক্তগণকে তপশীল বর্ণিত জমিতে অনধিকার প্রবেশে বিরত থাকা নোটিশে অবগত করালেও অভিযুক্তগণ খানার নির্দেশ অমান্য করিয়া একর পর এক বসত বাড়ীর চারিপাশসহ তপশীল জমি জোর পূর্বক দখল করার জন্য অকথ্য তথা বিশ্রি ভাষায় গালি গালাজ, আমার জান মালের ক্ষতির সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালায়। অভিযুক্তদের দ্বারা সার্বক্ষনিক অতংকিত ও ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় থাকে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানাকে বারংবার বজলুর রশিদ ও তার বড় ভাই মোঃ

লিয়াকত আলী বলা সত্ত্বেও, অজ্ঞাত শক্তি ইশারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। কিংবা আদালতের আদেশে পুলিশী হস্তক্ষেপ অবমাননার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতিঃ ম্যাজিঃ আদালতে কিংবা জুডিশিয়াল আদালতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তপশীল জমির সহকারী কমিশনার ভূমির দখলী প্রতিবেদন তাদের অনুকুলে আছে বলে জানান। তিনি ও তার পরিবারবর্গ পুলিশী সার্বিক সহযোগীতা চেয়েছেন।

অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ, মসজিদ কমিটি থেকে অব্যাহতি

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে এক শিক্ষকের অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে। সালিশ বৈঠকে হাতাহাতির পর মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনের ঘটনায় মসজিদ কমিটির সভাপতি পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গার্লস স্কুলের এক শিক্ষক এবং স্থানীয় কাজী জহুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ ওঠে। গত বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গেছে।

ঘটনার জেরে শুক্রবার বিকেলে স্থানীয়ভাবে একটি সালিশ বৈঠক বসে। বৈঠকে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলাকালে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে কথাকাটাকাটি থেকে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তদের আচরণে গ্রামজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাসীর স্ত্রীকে জড়িয়ে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সামাজিকভাবে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। গ্রামবাসীর দাবি, ওই শিক্ষকের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে মসজিদ কমিটির সভাপতি পদ থেকেও তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সালিশ বৈঠকে শালিসদাররা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করলেও

কোনো সুরাহা হয়নি বলে জানা গেছে। এ নিয়ে গ্রামের পরিবেশ এখনো উত্তপ্ত।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, বিষয়টি ধামাচাপা দিতে কিছু আর্থিক লেনদেন করেছেন বলে ওই শিক্ষক স্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ঘটনাটি সঠিক নয়। স্থানীয়রা চক্রান্ত করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক জানান, এখনও কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করা হবে। তিনি দায়ী প্রমাণিত হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

ঝিনাইদহ-যশোর ৬ লেন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজে নিয়োজিত জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহম্মেদ সাদাতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জমির মালিকরা।

অধিগ্রহণের টাকা চেয়ে আবেদনকারী কয়েকজন জমির মালিককে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে তার অফিসে ঢুকতে নিষেধ করেছেন।

এ ঘটনায় খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে প্রতিকার চেয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী জমির মালিকরা। লিখিত অভিযোগে দাবী করা হয়, ঝিনাইদহ-যশোর ৬ লেন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। জারি করা হয়েছে ৮ ধারার প্রজ্ঞাপন। ৮ ধারা নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণের তালিকাভুক্ত জমির মালিকরা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল বলেন, এমন অভিযোগ আমার কাছে দেওয়া হয়নি। যখন শুনলাম তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন বিভাগীয় কমিশনারের কাছে যেহেতু লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে কি নির্দেশনা আসে সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় মসজিদ উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদের সংস্কার ও উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প থেকে মসজিদটির জন্য ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসী।

অভিযোগ অনুযায়ী, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে দ্বীতল ভবনের বাহিরের অংশ প্লাস্টার, থাই গ্লাস, বারান্দার গ্রীল, চিলেকোঠার বিম তুলে ঢালাইসহ প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার বসানো এবং পুরো ভবনের রং করার কথা থাকলেও এখনো অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বরাদ্দের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাজ করে পুরো বিল তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে চিলেকোঠার সানসেটসহ বিম প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার, গ্রীলের রং এবং বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক রঙের কাজ বাকি রয়েছে। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

মসজিদ কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে এখনো আনুমানিক ৯০ হাজার টাকার কাজ বাকি। আমরা চাই দ্রুত অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হোক।

মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার খাইরুল ইসলাম বলেন, আমাদের জানামতে, জুন মাসেই পুরো বিল উত্তোলন করা হয়েছে। অথচ প্রায় ৯০ হাজার টাকার কাজ এখনো বাকি। অসম্পূর্ণ কাজ রেখে কীভাবে পুরো বিল তোলা হলো এটি বড় প্রশ্ন। ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে বাকি কাজ করার তাগিদ দিলে তিনি গুরুত্ব দেয় নি। পরবর্তীতে কোন রকম যোগাযোগ নেই একদম লাপাত্তা।

ঠিকাদার খোকন মিয়া বলেন, কাজটি আসলে আক্তারুজ্জামান মাস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি। রংয়ের কাজ করা হয়নি, চিলেকোঠার দরজা-চৌকাঠ সিডিউলে নেই বলে কাজ হয়নি। রংয়ের কাজ আর তার এই দুটো বাদে সব কম্প্লিট আছে তবে মসজিদ কমিটি চাইলে এগুলো করে দেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনউজ্জামান বলেন, আমি বাইরে আছি, বিষয়টি নোট করেছি। পরে জানাবো তবে এখন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানাইনি।

এ ঘটনায় স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন।

মুঠোফোনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা আইলহাস গ্রামে ছাত্রী অপহরণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা আইলহাস গ্রামের অন্তুর বিরুদ্ধে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী কে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। অপহৃত স্কুল ছাত্রীকে মানবতা ফাউন্ডেশনের আইনি সহায়তায় প্রদান করবে বলে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস গ্রামের মধুর ছেলে অন্তু (২০) ও তার ২/৩ জন বন্ধুর সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা সদর

[redacted]

[redacted]

ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।”

মেহেরপুরে জমি বিক্রি করায় ৩০টি আমগাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পৌর কলেজ সংলগ্ন ঝাউবাড়িয়া সড়কে জমি বিক্রির জেরে ৩০টি আমগাছ ও ৩টি কলাগাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (৩২) মেহেরপুর সদর থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন।

এজাহারে বলা হয়, ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে মেহেরপুর সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নং-৪৯২৬/২০২৫ মূলে বাবু নামের এক ব্যক্তির জমি ডাঃ মোঃ মাহফুজ্জামানের কাছে বিক্রি হয়। এ জমি বিক্রিতে মধ্যস্থতা করেন এজাহারকারী জাহাঙ্গীর হোসেন।

এ অভিযোগে বলা হয়, জমি বিক্রির পর ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় শামীম, জহিরুল ইসলাম বাবু, ফজলুল হক, ডিটুসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজন জাহাঙ্গীর হোসেনের বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যার হুমকি দেয় এবং তার বাগানের গাছ কাটার হুমকি দেয়। পরদিন ২৯ আগস্ট সকালে জাহাঙ্গীর হোসেন তার বাগানে গিয়ে দেখেন রাতের মধ্যে তার বাগানের প্রায় ৩০টি আমগাছ ও ৩টি কলাগাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এতে আনুমানিক ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন জাহাঙ্গীর হোসেন। অভিযোগ পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।